চতুর্থ অধ্যায়

অলীগণের কাশ্‌ফ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসঙ্গে

বেহেস্তি জেওর ঃ

کسی بزرگ یا پیرکے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے

سب حال کی اسکو ہر وقت خبر رہتی ہے (کفروشرك ہے)

অর্থঃ "কোন বুজুর্গ ব্যক্তি বা পীর সম্পর্কে এ আক্বিদা পোষণ করা যে, 'আমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে তিনি সব সময় অবগত আছেন-এরূপ আক্বিদা রাখা কুফর ও শিরক।" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ্ বা ভুল সংশোধন ঃ

হাঁ, বুজুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে উম্মতে সাইয়েদুল মোরসালীন (দঃ) সম্পর্কে ঐ রূপ আক্বিদা পোষণ করাই সঠিক। এরূপ বিশ্বাসকে কুফর ও শিরক বলা সরাসরি মূর্খতা ও ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। আহ্‌লে সুন্নাতের বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বেহেস্তি জেওরে বর্ণিত উক্ত বদ আক্বিদার খন্ডন বহুবার করেছেন।

উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের গ্রন্থ সমূহে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব ও প্রিয় বান্দাদেরকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, যখন তাঁরা শারিরীক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং খোদার নৈকট্য লাভ করেন, তখন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা থাকেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটে, তাঁরা সেগুলোকে নিকটের বস্তুর মতই দেখেন ও শোনেন। সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুর ঘটনা তাঁরা আকাশে বর্ণনা করেন। পৃথিবীর মাশরিক মাগরিব-তথা এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যথা ইচ্ছা গমনাগমন করতে পারেন।

১নং দলীল ঃ

এ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরক্বাতে এবং আল্লামা মানাভী (রহঃ) তাইসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"اَلنُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَّصَلَتْ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرَى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ"

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "পবিত্রাত্মাগণ যখন শারিরীক বন্ধন-মুক্ত হয়ে যান, তখন তাঁরা উর্দ্ধজগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিশে যান। তখন তাঁদের জন্য আর কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকেনা। অতঃপর তাঁরা চাক্ষুস ব্যক্তির ন্যায় সব কিছুই দেখতে ও শুন্‌তে পান।" (এতে প্রমাণিত হলো যে, অলী আল্লাহ্‌গণ সব সময় আমাদের অবস্থা দেখেন ও শোনেন। আর নবী করিম (দঃ) এর বেলায় তো না দেখা ও না শোনার প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না– অনুবাদক)

২নং দলীলঃ

ইব্‌রিজ শরীফে উল্লেখ আছেঃ

" اَلْعَارِفُ يَجْذُبُ اِلٰى حَيِّزِ الْحَقِّ فَيَصِيْرُ عِنْدَ اللّٰهِ فَيَتَجَلّٰى لَهٗ كُلُّ شَئٍ *

অর্থ ঃ "আরেফগণ সত্য পথ অতিক্রম করে খোদার নিকটে পৌছে যায় এবং তখন তাঁদের নিকট সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"

৩নং দলীল ঃ

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) 'তাজ্‌কিরাতুল মাউতা' গ্রন্থে লেখেনঃ

"ارواح ایشاں از زمین وآسماں وبہشت ہر جاکہ خواہند میروند- ابن ابی الدنیا از مالك رض روایت نمود ارواح مؤمنین ہر جاکہ خواہند سیر کنند- مراد از مؤمنین کاملین اند -"

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহ আসমান-জমিন ও বেহেস্ত- যে কোন স্থানে ইচ্ছা করেন যেতে পারেন। ইবনে আবিদ্‌ দুনিয়া হযরত মালেক (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ "মোমেনগণের রূহ যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন"। মোমেনীন অর্থে এখানে কামেল মোমেন বুঝান হয়েছে।"

মন্তব্য ঃ

কামেল মোমিনগণের যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে খোদার প্রিয় বান্দা আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা তো আরও অনেক উর্দ্ধে হবে। সাধারণ কামেল মুমিনদের রূহকে আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তাঁরা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, আকাশে দুনিয়ার সংবাদ বয়ান করেন এবং যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন।

www.sunnibarta.com

৪নং দলিল ঃ

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতি (রহঃ) শরহুস সুদূর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

قَالَ الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِيُّ- اَلْاَرْوَاحُ تَجُوْلُ فِى الْبَرْزَخِ فَتَبْصُرُ اَحْوَالَ الدُّنْيَا وَاَحْوَالَ الْمَلَائِكَةِ تَتَحَدَّثُ فِى السَّمَاءِ عَنْ اَحْوَالِ الْاٰدَمِيِّيْنَ"

অর্থ ঃ "রূহ সমূহ আলমে বর্‌জখে (দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে) ভ্রমণ করে থাকে। দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং ফিরিস্তাগণকে পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতেও দেখে"। (তিরমিজি)

৫নং দলীলঃ

ইমাম কাস্‌তুলানী (রহঃ) মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে, আল্লামা আবদুল বাকী জুরক্বানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনুল হাজ্ব (রহঃ) মাদ্‌খাল গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"مَنْ اِتَّصَلَ اِلٰى عَالَمِ الْبَرْزَخِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْلَمُ اَحْوَالَ الْاَحْيَاءِ غَالِبًا وَقَدْ وَقَعَ كَثِيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ كَمَا هُوَ مَسْطُوْرٌ فِىْ مَظَنَّةِ ذٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ *

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "যে মুসলমানগণ আলমে বরজখে (কবরে) আছেন, তাঁরা অধিকাংশ সময়ই জীবিত লোকদের অবস্থা জানেন। বাস্তবেও এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে অনেক কিতাবেই এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।"

৬নং দলীলঃ

আউলিয়ায়ে কেরামের শ্রবণ ও দর্শন শক্তি সম্পর্কে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) মেশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা 'আশিয়াতুল লুমআত' গ্রন্থে লিখেনঃ

"بالجمله كتاب و سنت مملو ومشحون اند باخبار و آثار كه دلالت ميكنند بر وجود علم موتى بدنيا واهل آن - پس منكر نشود آنرا مگر جاهل باخبار ومنكر دين "

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তিগণের ইল্‌ম ও অবগতির বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে হাদীস ও রেওয়ায়াতে- অসংখ্য দলীল ভরপুর রয়েছে। অতএব হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ ও ধর্মের অস্বীকারকারীরাই কেবল ঐগুলোকে অস্বীকার করতে পারে।"

মন্তব্য ঃ

আমাদের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যখন পরিস্কারভাবে প্রমাণ করছেন যে, বুজুর্গানে দ্বীন দূর থেকে আমাদের অবস্থা দেখেন ও শোনেন, তখন তাঁদের সম্পর্কে আমাদের উক্ত আকিদা রাখা শুদ্ধ হবে না কেন? ঐগুলিকে কেবল মুন্‌কেরে দ্বীন ও মূর্খ ব্যক্তিরাই শিরক ও কুফর মনে করে অস্বীকার করতে পারে- যেমন বলেছেন শেখ দেহ্‌লভী (রহঃ)। উপরে বর্ণিত দলীল দ্বারা ইন্‌তিকালপ্রাপ্ত অলী আল্লাহ্‌দের ইল্‌ম সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম। জীবিত অলীগণের ইল্‌ম সম্পর্কেও প্রমাণ রয়েছে যে, তাঁরাও দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা ও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কেও তাঁরা অবগত আছেন। প্রমাণস্বরূপঃ

৭নং দলীলঃ

ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাতনুফী (রহঃ) নিজ সনদে 'বাহ্‌জাতুল আসরার' (গাউসে পাকের জীবনী) গ্রন্থে লিখেনঃ

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"ما تطلع الشمس حتى تسلم علي وتجئ السنة الي وتسلم علي وتخبرني بما يجري فيها ويجئ الشهر ويسلم علي ويخبرني بما يجري فيه ويجئ الاسبوع ويسلم علي ويخبرني بما يجري فيه ويجئ اليوم ويسلم علي ويخبرني بما يجري فيه وعزة ربي ان السعداء والاشقياء ليعرضون على عيني في اللوح المحفوظ- انا غائص في بحار علم الله ومشاهدته *

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "সূর্য আমাকে সালাম না করে উদয় হয়না। নতুন বৎসর যখনই শুরু হয়, আমাকে সালাম জানায় এবং ঐ বৎসরের ঘটনাবলী আগাম জানিয়ে দেয়। নতুন মাস আগমনের সাথে সাথে আমাকে সালাম জানায় এবং ঐ মাসের ঘটনাবলী আমাকে জানায়। নতুন সপ্তাহ আগমনের সাথে সাথে আমাকে সালাম জানায় এবং সপ্তাহের সমস্ত

www.sunnibarta.com

ঘটনাবলী আমাকে জানায়। এমন কি-নূতন দিন আগমনের সাথে সাথে আমাকে সালাম জানায় এবং ঐ দিনের ঘটনাবলীও আমাকে জানায়। আমি আপন প্রতিপালকের শপথ করে বল্‌ছি- সমস্ত নেককার ও বদকার আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয়। আমার দৃষ্টি লাওহে মাহফুজের সাথে লাগা আছে। অর্থাৎ লাওহে মাহ্‌ফুজ আমার দৃষ্টির সীমানার মধ্যে। আমি আল্লাহর অসীম ইল্‌মের সাগরে ও মোশাহাদার (দিব্য-দর্শন) সমূদ্রে ডুবে রয়েছি।" (সুব্‌হানাল্লহ!)

মন্তব্য ঃ

লাওহে মাহ্‌ফুজের মধ্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার ছোট-বড় যাবতীয় বিষয় ও অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে কোরআন মজিদ সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতএব যাঁর (গাউসে আজম) সম্মুখে লাওহে মাহফুজ রয়েছে এবং যিনি আল্লাহর অসীম ইল্‌ম ও ধ্যান-দর্শনের সমূদ্রে ডুবরীর ন্যায়। প্রতি বৎসর, মাস, সপ্তাহ-এমনকি প্রতিদিন যাঁকে সালাম জানায় এবং সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংবাদ অগ্রীম দিয়ে যায়,-তখন আমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সব সময় তাঁর অবগতি বিষয়ে কি সন্দেহ থাক্‌তে পারে? ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকদের এগুলোকে অস্বীকার করা ও কুফর শিরক বলা কেবলমাত্র হঠকারিতা ও আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে দুশ্‌মনি ছাড়া আর কিছুই নয়। লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। শয়তানের ধোকাবাজী থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাই।

(উপরের দলীল প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, আউলিয়ায়ে কেরাম-জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায়ই দুনিয়াবাসীর খবরা-খবর খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে রাখেন। অলীদের এই শান হলে নবীজীর শান কি হতে পারে- তা বলার অপেক্ষা রাখেনা- (অনুবাদক)।

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com